আজকের কাগজ ২৪
তারিখ ... 12 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

# পরীক্ষা পদ্ধতিতে নকল, ভিজিল্যান্স টীম ও একটি খেলনা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

## সুরঞ্জন রায়

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" বহুল প্রচলিত বাক্যটি উচ্চারণের পেছনে যতো বড় গৌরবই কাজ করুক না কেনো, তবু যে আমরা মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছি সেখবর কি জানবার এতোটুকু অবকাশ হয়েছে? সময়ানুপাতিক বিবেচনায় শিক্ষা প্রসারতা ও বিস্তৃতির ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পর্যাপ্ত দৈনিক অহংবোধকে উস্কে দিলেও আদতে যে আমাদের আত্মিক প্রসার আদৌ হয়নি, এ বিষয়ে আমাদের বোধশক্তির কোনো উন্মেষ হয়েছে কি না তা বিবেচনার বিষয়। আর শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে যে আত্মার ক্ষুণ্নিবৃত্তির সাধু সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিগণ আদৌ ভাবেন কি না সন্দেহ।

তবে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এক মারাত্মক ক্যান্সারে আক্রান্ত। এ ব্যাধির পর্যালোচনা করতে গেলে এদেশে প্রবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়টাকে প্রধান ও একমাত্র বিষয় হিসেবে উল্লেখ না করলেও, আমেরু এর অস্তিত্ব প্রকট হয়ে আছে। রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার রদবদলের ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যুক্ত। বার বার পরিবর্তন জনিত ক্ষতির মাত্রার হিসেব শিক্ষা নীতি নির্ধারক পর্ষদের দৃষ্টির যে খুব বাইরে, এমনটি নয়। বরং সচেতনভাবে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের করে দিচ্ছেন শিক্ষা বিমুখ। রাজনীতি, বিশেষতঃ ছাত্র রাজনীতির জ্যামিতিক অগ্রগতি ছাত্রদের মেধা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথাসিদ্ধ নিয়মের অনুবর্তন ঘটিয়ে অধ্যায় ও অসাধু তৎপরতায় মেতে ওঠা হয়েছে ছাত্র সমাজের স্বভাবজাত নিয়ম। নকলের 'নষ্ট মানবতা' আর বৈরীতায় নয়, বরং শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অনিষ্ট নিয়ম হিসেবেই প্রযুক্ত। আর এ নিয়মের উদার অঙ্গনই বোধ হয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

একদিন একটি বাক্য ছিলো শিক্ষার্থীদের জন্যে অবশ্য পালনীয়। সে পালনীয় তপস্যার ক্ষেত্র আজ পাল্টে গেছে এবং প্রবর্তন হয়েছে। অধ্যয়নহীনতার তপস্যা। প্রবর্তিত এই নিয়মের জন্যে দায়ি আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা ও বেমানানভাবে প্রযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির নিয়ম কানুন। বার বার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতায় টিকে থাকার যুদ্ধে আত্মীকরণ নীতির প্রভাবে এবং সাময়িক রাজটীকার মোহে এদেশের ছাত্র সমাজ মেধা বিকৃতির সারিতে সামিল হচ্ছেন। অস্ত্র অর্থ অন্যায় অপকর্মে এতোই আসক্ত

**সুকুমার শিল্প ও সংস্কৃতির গতি প্রকৃতিতে শিক্ষার বিকশিত কুসুমের গন্ধময় আনাগোনা না ঘটলে সভ্যতা তো বিনষ্টির আগুনে দগ্ধীভূত হবেই। আর শিক্ষা ব্যবস্থায় নকল প্রবণতাই যদি আমাদের সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তাহলে কি শিক্ষিত বেকার ছাত্র সমাজের এতটুকু বোধোদয় হবে না যে, তাঁদেরকে শিক্ষাহীন বেকার বানানোর জন্যে এক বিশেষ মহল একটা খেলনা দিয়ে মন ভুলিয়ে রেখেছে। আর ভেতরে ভেতরে জোঁকের মতো শোষণ করে চলেছে আমাদের অস্থি এবং অস্তিত্বকে?**

হয়ে পড়েছে যে, লেখা পড়ার চূড়ান্ত ফলের কথা একবারও ভাববার অবকাশ হয় না। এই সর্বনাশা মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছাত্র সমাজ নিরুপায় হয়ে পরীক্ষা পাসের জন্যে নকলের সহায়তা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আর এই প্রবণতা অনেকাংশে মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

শিক্ষকগণ অর্থনৈতিকভাবে জরাগ্রস্ত। ক্ষমতার দিক থেকে তাঁরা পরিচালনা পর্ষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁদের স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটাবার জন্যে সহায়ক প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নিম্ন রক্তচাপ দুষ্ট। আর পরীক্ষা ব্যবস্থায় নব্য সংযুক্ত নকল বিরোধী ভিজিল্যান্স টীমের কার্যকারিতাও বিপর্যয়ের মুখে। কারণ বহিরাগত কোনো শিক্ষক হন তিনি ভিজিল্যান্স টীমের ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব, স্থানীয় ছাত্রদের প্রভাব মুক্ত কখনোই হতে পারেন না। কারণ সততা ও নিয়ম নিষ্ঠার অন্তরালে একজন শিক্ষকের জন্যে অপেক্ষা করে আছে মৃত্যুদূত। তাছাড়া সত্যিকার অর্থে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকদের যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাসহ নিরাপত্তা বিধানের অভাব থাকে খুব বেশি। অতএব, ক্ষমতা অপ্রযুক্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ে প্রচলিত ধারার আবর্তে। শিক্ষকবৃন্দের এ জাতীয় দশার খবর বোধ হয় অপারগতার খবর হিসেবে বেশি প্রাধান্য পায়। আসলে ভেতর মহলে যে মরণ ব্যাধির ছোঁয়াচে প্রভাব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, এ খবর আমরা সবাই জানলেও কেনো যে নিশ্চুপ হয়ে আছি এবং প্রশ্রয়ের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছি, অবাধে ও অকুণ্ঠচিত্তে, সে রকম জিজ্ঞাসা কি সত্যিই আমাদেরকে একবারও চাবুকাঘাত করেছে?

আপনারা একবার ভাবুন ঃ একটুখানি ভুলের জন্যে কিংবা যথার্থ নিয়ম প্রবর্তনের অভাবে প্রতিবছর ৫৬ হাজার বর্গমাইল জমি জুড়ে জন্ম নিচ্ছে আরেক অনাবাদী বৃক্ষ। জীবনযুদ্ধে উচ্চ শিক্ষার নকসা এঁটে এরা ভালো চাকরি নিয়ে জীবন কাটানোর নৈপুণ্য দেখাচ্ছেন। কিন্তু চাকরির পর্যাপ্ত পদ, নকল করে পাস করার মতো সহজলভ্য নয় বলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ কোটি ৪৭ লাখে।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশার সিঁড়ি বেয়ে প্রতিবছর অসংখ্য শিক্ষিত বেকারের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে QUANTITY-র মাত্রা বাড়িলেও QUALITY-র নিম্নমুখীনতা হতাশা ব্যঞ্জক। শিক্ষা ব্যবস্থায় QUALITY-র নিম্নমুখীনতা আমাদের জন্যে যেমন একটি বিশাল বিপর্যয়, তেমনি QUANTITY-র শিক্ষাহীন অপর্যাপ্ততা আমাদের পঙ্গু অর্থনীতির দেশে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির পাখা মেলাবার জন্যে বিরাট বাধা স্বরূপ।

সুকুমার শিল্প ও সংস্কৃতির গতি প্রকৃতিতে শিক্ষার বিকশিত কুসুমের গন্ধময় আনাগোনা না ঘটলে সভ্যতা তো বিনষ্টির আগুনে দগ্ধীভূত হবেই। আর শিক্ষা ব্যবস্থায় নকল প্রবণতাই যদি আমাদের সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তাহলে কি শিক্ষিত বেকার ছাত্র সমাজের এতটুকু বোধোদয় হবে না যে, তাঁদেরকে শিক্ষাহীন বেকার বানানোর জন্যে এক বিশেষ মহল একটা খেলনা দিয়ে মন ভুলিয়ে রেখেছে। আর ভেতরে ভেতরে জোঁকের মতো শোষণ করে চলেছে আমাদের অস্থি এবং অস্তিত্বকে?

**সুরঞ্জন রায় ঃ কলেজ শিক্ষক।**